ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৫ নভেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা- নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো: রাজু আহমদ মাসুম, সহকারি ব্যবস্থাপক - গবেষণা, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
এম. জাকির হোসেন খান, জ্যেষ্ঠ কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন

তথ্য সংগ্রহে সহাযোগিতা

তানজিমা আক্তার সুমাইয়া, গবেষণা সহকারি, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার তথ্য সম্পাদনা এবং প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অবদান রাখার জন্য জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ইউনিটের প্রাক্তন প্রোগ্রাম ম্যানেজার গোলাম মহিউদ্দিনের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও অবদান রাখার বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, সিভিক এনগেজমেন্ট, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীদের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি স্থানীয় পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীগণ এবং গবেষণার তথ্যদাতাদের প্রতি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন:(+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২
৪৮১১৩০৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

মুখবন্ধ iii

অধ্যায়-১: ভূমিকা ১

১.১ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও প্রশমন অর্থায়ন এর সংজ্ঞায়ন ১

১.২ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও প্রশমন অর্থায়নের বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ১

১.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও প্রশমন অর্থায়নের গুরুত্ব ৩

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা ৩

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য ৪

১.৬ গবেষণার পরিধি ৪

১.৭ গবেষণা সময়কাল ৪

অধ্যায়-২: গবেষণা পদ্ধতি ৫

২.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ৫

২.২ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি ৬

অধ্যায়-৩: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম ৭

৩.১ বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম ৭

৩.২ জাতীয় উৎস থেকে প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম ৭

৩.৩ জাতীয় উৎস থেকে প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম: ৯

৩.৪ বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজন ৯

অধ্যায়-৪: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট নীতি পর্যালোচনা ১০

৪.১ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন/আগ্রগতি পর্যালোচনা ১০

৪.২ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইন/বিধিসমূহে সুশাসন বিষয়ক নির্দেশনাসমূহ ১২

৪.৩ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইন/বিধিসমূহে সুশাসন বিষয়ক প্রবিধানসমূহ ১৪

অধ্যায়-৫: প্রশমন অর্থায়ন ব্যাবহারে (প্রকল্প বাস্তবায়নে) সুশাসন ১৫

৫.১ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: প্রকল্প প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নে সামঞ্জস্যতা ১৫

৫.২ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: স্বচ্ছতা ১৫

৫.৩ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: জবাবদিহিতা ১৭

৫.৪ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: জনঅংশগ্রহণ ১৮

৫.৫ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: অনিয়ম-দুর্নীতি ১৮

৫.৬ প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহের কারণ ২১

অধ্যায়-৬: উপসংহার ২২

৬.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ২২

৬.২ সুপারিশমালা ২২

অধ্যায়-৭: তথ্যপঞ্জি ২৪

সংযুক্তি ১: আন্তর্জাতিক উৎস থেকে বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়ন ২৬

সংযুক্তি ২: বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজন ২৭

মুখবন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হয়েও বাংলাদেশের স্বপ্রণোদিত বিভিন্ন উদ্যোগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। এই অর্জনকে এগিয়ে নিয়ে উচ্চতর পর্যায়ে বহুমুখী উৎকর্ষ নিশ্চিত করা ও সুশাসনের মৌলিক উপাদানসমূহকে বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়নে টেকসই করার উদ্দেশ্যে সরকারসহ সকল অংশীজনের সাথে সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে টিআইবি ২০১০ সন হতে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯' এর ৬টি খাতের মধ্যে প্রশমন একটি অন্যতম খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৬ সালে সম্পাদিত প্যারিস চুক্তিতে প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় বৈশ্বিক উষ্ণতার বৃদ্ধি ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনা এবং পর্যায়ক্রমে ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চুক্তিতে সাক্ষরকারী দেশগুলোর নিজস্ব 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান' (এনডিসি) ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। 'সাধারণ কিন্তু ভিন্ন দায়িত্ব' (সিবিডিআর) নীতিমালার আওতায় বৈশ্বিক প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতি পূরণে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ বর্তমান হার হতে ৫% এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা সাপেক্ষে আরও ১৫% হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এই এনডিসি প্রণয়ন করা হয়। এই নির্ধারিত প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০১১-২০৩০ সালের মধ্যে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১১,৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা হয়। তবে জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন খাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অংশীজনদের পরিচালিত কার্যক্রমে কি ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান এ বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। টিআইবি'র ইতিমধ্যে সম্পন্ন বিভিন্ন গবেষণায় জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের ঝুঁকি পরিলক্ষিত হওয়ায় **"বাংলাদেশে 'জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন' অর্থায়ন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়"** শীর্ষক এই গবেষণা পরিচালনা করেছে, যার মাধ্যমে ২০২০ সালে এনডিসি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে প্রশমন অর্থায়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ গবেষণায় প্রশমন অর্থায়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপে ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি সুশাসনের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশমন অর্থায়নে সুশাসনে সার্বিক পর্যবেক্ষণগুলো হলো, এনডিসি'তে প্রতিশ্রুত ১৫% প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে কার্যকর অভিগম্যতা অর্জনে ঘাটতির অন্যতম কারণ আন্তর্জাতিক উৎস হতে তহবিল সংগ্রহে কোনো পথনকশা না থাকা। অন্যদিকে, পরিবেশ সুরক্ষায় সাংবিধানিক দিকনির্দেশনা ও প্রশমনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নবায়নযোগ্য উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ না করে কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সক্ষমতা এবং, স্থানীয়ভাবে প্রকল্পের চাহিদা এবং গুরুত্ব বিবেচনা না করে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্পে অর্থায়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করা হয়। প্রশমন কার্যক্রমের স্থান ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকার সুযোগে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রবণতা দেখা যায়। প্রকল্পে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় মালিকানা নিশ্চিত না করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতি নিয়মিত লঙ্ঘন করলেও অভিযুক্ত সংস্থাকে জবাবদিহির আওতায় আনা হয় না। তাছাড়া, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে।

টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা প্রফেসর ড. সুমাইয়া খায়ের এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান গবেষণাটি তত্ত্বধান এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ গবেষণা পরিচালনা এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন মো: রাজু আহমেদ মাসুম এবং মু. জাকির হোসেন খান। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রণয়নে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ইউনিটের প্রাক্তন প্রোগ্রাম ম্যানেজার গোলাম মহিউদ্দিন এবং গবেষণা সহকারি তানজিমা আক্তার সুমাইয়া এর অবদান উল্লেখযোগ্য। টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ অন্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ গবেষণায় বিভিন্নভাবে পরামর্শ ও সহায়তা করেছেন।

বাংলাদেশ জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, প্রশমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি; প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী; স্থানীয় জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি, এবং প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে গবেষণাটি সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। পাঠকের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায়-১: ভূমিকা

১.১ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও প্রশমন অর্থায়ন এর সংজ্ঞায়ন

মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম ও শিল্পায়নের ফলে নিঃসৃত বিভিন্ন গ্যাসসমূহ যা বায়ুমণ্ডলে গিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে তাদেরকে একত্রে গ্রিন হাউজ গ্যাস বলা হয়ে থাকে। এই নিঃসরণের প্রধান উৎসসমূহ হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি যার মধ্যে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, তৈল অন্যতম এবং নিঃসরিত প্রধান গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি (Ecofys, 2016)। উল্লেখ্য, শিল্পোন্নয়ন ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। যার ফলে, মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পরিবেশ বিপর্যয়সহ মানবিক সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী, গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহের উৎস হ্রাস কিংবা কার্বনের আধাঁর *(Sink)* বৃদ্ধি করতে গৃহীত মানবসৃষ্ট উদ্যোগকে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন বলা হয়ে থাকে (IPCC, 2014)।

জলবায়ু অর্থায়নের কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও ইউএনএফসিসি'র আওতায় ২০০৯ সালে গৃহীত কোপেনহেগেন চুক্তির পর জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। তথাপি জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন এর প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং এর ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য গৃহীত কার্যক্রমের জন্য স্থানীয়, জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য উৎস থেকে যে অর্থায়ন করা হয় তাকে জলবায়ু অর্থায়ন বলা হয় (UNFCCC, n.d)। কানকুন চুক্তিতে শিল্পোন্নত দেশসমূহ প্রতিশ্রুতি দেয় যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রদত্ত তহবিল হতে হবে উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' ও 'নতুন' প্রতিশ্রুতি (UNFCCC, 2010)। তবে এর সংজ্ঞায়ন করা যায় এভাবে- "স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রশমন ও অভিযোজন বাবদ শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক যে প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অর্থায়ন করা হয় তাকে জলবায়ু অর্থায়ন বলে (Venugopal, 2013)।" উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল (IPCC) ও ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইন্সটিটিউট (WRI) এর সংজ্ঞায়ন অনুযায়ী, গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস অথবা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সহিষ্ণুতা *(Resilience)* বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহে প্রদত্ত তহবিলকে জলবায়ু অর্থায়ন বলা হয় (IPCC, 2014)।

উপরোক্ত সংজ্ঞায়নের ধারাবাহিকতায় ও জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী বলা যায় যে- "স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস কিংবা কার্বন আধাঁর *(sink)* বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহে শিল্পোন্নত দেশসমূহ কর্তৃক 'নতুন' প্রতিশ্রুত ও উন্নয়ন সহায়তার থেকে 'অতিরিক্ত' যে অর্থায়ন করা হয় তাই প্রশমন অর্থায়ন" (UNFCCC, 2001)। তবে এর বাইরে প্রশমনে জাতীয় পর্যায়ে অনুমিত অবদান (এনডিসি) কে বিবেচনা করলে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের নিজস্ব উদ্যোগে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস কিংবা কার্বনের আধাঁর বৃদ্ধিও লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহকে প্রশমন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (বিসিসিএসএপি, ২০০৯)। এই গবেষণায় বাংলাদেশে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস কিংবা আধাঁর *(sink)* বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য তহবিল থেকে প্রদত্ত অর্থায়নকে প্রশমন অর্থায়ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

১.২ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও প্রশমন অর্থায়নের বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

১৮৩০ সালে কাঠামোগতভাবে না হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়ণের সাথে শিল্পায়নের সম্পর্কের বিষয়টি প্রাথমিকভাবে আলোচিত হয় (McGregor, 2016)। পরবর্তীতে ১৮৯৬ সালে সুইডিশ বিজ্ঞানী ভান্তে আরহেনিয়াস জীবাশ্ম জ্বালানি *(Fossil fuel)* দহনের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়বে উল্লেখ করেন এবং এর মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ *(Global warming)* এর তাত্ত্বিক ধারণার সূত্রপাত ঘটে (Schindler, 1999)। এরই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর সূচনার দিকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সময়ে জ্বালানি কাঠের অভাবে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলন হয় (DIDA, 2012)। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে মানব সৃষ্ট কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব এবং রোধের উপায় মূল্যায়নের জন্য ওয়ার্ল্ড মেটিওরলজিকাল অর্গানাইজেশন (WMO) এবং জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর যৌথ উদ্যোগে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল (IPCC) প্রতিষ্ঠা করা হয় (IPCC, n.d.)।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও তে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে ১৯৬টি সদস্য রাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং সমস্যা মোকাবেলায় জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন (UNFCCC)

প্রতিষ্ঠা করে। এই কনভেনশনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে যা বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন বা কনফারেন্স অব পার্টিস এর প্রথম সম্মেলন (COP1) নামে পরিচিত। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটোতে কনফারেন্স অব পার্টিস এর তৃতীয় সম্মেলনে বিশ্বব্যাপি গ্রিণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাসহ 'কিয়োটো প্রটোকল' চুক্তি সাক্ষরিত হয়, যা ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বাধ্যবাধকতায় আসে। কিন্তু বিশ্বের তৎকালীন প্রধান কার্বন নিঃসরণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র এ চুক্তিতে না থাকায় চুক্তির লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। এই চুক্তির বিস্তারিত নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করা হয় ২০০১ সালের 'মারাকেশ্ অ্যাকর্ড' নামক আরেকটি চুক্তিতে যা ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে মন্ট্রিলে (কানাডা) কিয়োটো প্রটোকলের সদস্য দেশসমূহ (CMP[1]) কর্তৃক গৃহীত হয় (UNFCCC, 2008)।

২০০৭ সালে কপ-১৩ এ বালি রোড ম্যাপ প্রণীত হয় যেখানে শিল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য পরিমাপযোগ্য, প্রতিবেদনযোগ্য ও যাচাইযোগ্য একটি প্রশমন পরিকল্পনার কথা বলা হয়। একই সাথে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহে বন উজাড়, বনের ধ্বংস রোধ ও কার্বন আধাঁর বৃদ্ধির জন্য অর্থায়নের একটি নীতিমালা'র প্রস্তাব দেয়া হয় (UNFCCC, 2007)। ২০০৯ সালে জাতিসংঘের ১৫তম জলবায়ু সম্মেলনে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা 'কোপেনহ্যাগেন অ্যাকর্ড' স্বীকৃত হয়। এই অ্যাকর্ডে বৈশ্বিক তাপমাত্র বৃদ্ধির হার প্রাক-শিল্পায়ন যুগের থেকে ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে রাখার প্রস্তাব করা হয় এবং এ লক্ষ্য পূরণে ও উন্নয়নশীল বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ঝুঁকি নিরসনে ২০২০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংহত করার প্রস্তাব রাখা হয় (UNFCCC, 2009)। ২০১২ সালে ৮ ডিসেম্বর কাতারে 'কিয়োটো প্রটোকল' এর সদস্যদের সভায় এর ২য় প্রতিশ্রুতি সময়কাল বিষয়ক 'দোহা অ্যামেন্ডম্যান্ট' গৃহীত হয় (UNFCCC, 2012)। ২০১০ সালের জাতিসংঘের ১৬তম জলবায়ু সম্মেলনে গৃহীত 'কানকুন এগ্রিমেন্টস্' এ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার প্রাক-শিল্পায়ন যুগের তুলনায় ২ ডিগ্রী সে. এর নিচে রাখার প্রস্তাবনাকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে সকল সদস্য রাষ্ট্রের গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের উদ্যোগের বিষয়টিতে আলোকপাত করা হয়। এতে বলা হয় রাষ্ট্রসমূহ তাদের দায়িত্ব ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই নিঃসরণ হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। একই সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়ন সংহত ও ব্যবস্থাপনার জন্য 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় (UNFCCC, 2010)।

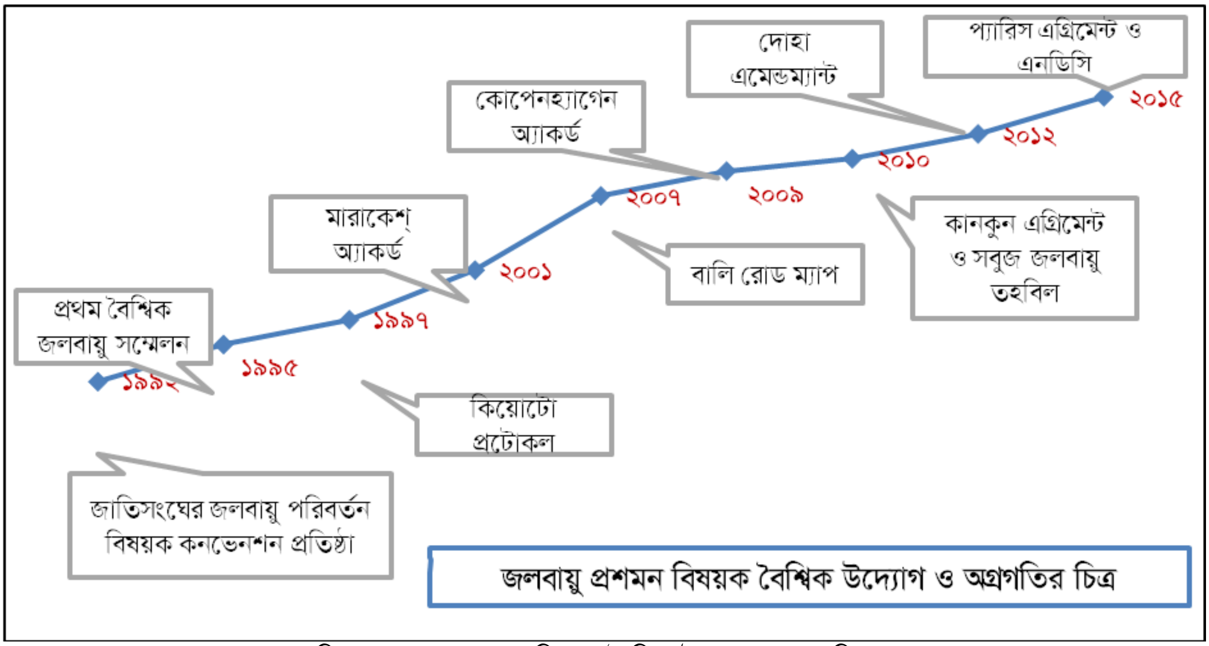

চিত্র ১: জলবায়ু প্রশমন বিষয়ক বৈশ্বিক উদ্যোগ ও অগ্রগতি

বাস্তবে এসব চুক্তি কাঙ্খিত কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে ব্যর্থ হয় এবং সর্বশেষ উদ্যোগ হিসাবে ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কপ-২১ সম্মেলন প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌছায় এবং ১৯৭টি রাষ্ট্র কর্তৃক 'প্যারিস চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় যা ২০১৬ এর ৪ নভেম্বর হতে কার্যকর হয়েছে। এই চুক্তিতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার প্রাক-শিল্পায়ন যুগের থেকে ২ ডিগ্রী সে. এর নীচে রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করে এবং ক্রমান্বয়ে এই সীমা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে এ নামিয়ে আনার ব্যাপারে সম্মত হয়। প্যারিস চুক্তিতে প্রশমন বিষয়ে

[1] Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP)

সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসের লক্ষ্য পূরণে সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি) নির্ধারণ করে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রশমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে (অনুচ্ছেদ ৪.২, UNFCCC, 2015)। এর পাশাপাশি 'কোপেনহ্যাগেন অ্যাকর্ড' এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংহত করার বিষয়টিও প্যারিস চুক্তি কর্তৃক স্বীকৃত হয়। এই অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সবুজ জলবায়ু তহবিলের মাধ্যমে সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টি পরবর্তীতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (১৩.ক) জলবায়ু বিষয়ক অভীষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও প্রশমন অর্থায়নের গুরুত্ব

গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাধ্যমে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের অবদান যৎসামান্য (০.৩৫%) তদুপরি বাংলাদেশ অভিযোজনের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনকেও গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। ২০১৬ সালে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত কপ-২২ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ৪৭ টি স্বল্পোন্নত দেশ ২০২০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি) হালনাগাদ এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সকল জ্বালানি চাহিদা নবায়নযোগ্য উৎস থেকে সংগ্রহের অঙ্গীকার প্রদান করেছে (Yeo, 2016)।

২০০৮ সালে প্রণীত (২০০৯ সালে সংশোধিত) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) তে বিসিসিএসএপি'র ছয়টি ভিত্তির পঞ্চম ভিত্তি হিসেবে প্রশমন-কে সংযুক্ত করা হয়েছে (MoEFCC, 2009)। তাছাড়া, বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এনডিসিতে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ২০১৫ সালের উল্লেখিত হার হতে ৫% হ্রাস এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা প্রাপ্তির শর্তে ১৫% হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এ লক্ষ্য অর্জনে ২০১১-২০৩০ সালের মধ্যে প্রশমন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য প্রাক্কলিত অর্থের পরিমান নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (MoEFCC, 2015)।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) এর বাস্তবায়নে অর্থায়নের অন্যতম উৎস হিসেবে অবদান রাখছে ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল' (বিসিসিটিএফ)। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অগ্রাধিকার অভিযোজন অর্থায়ন হলেও বিসিসিটিএফ হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত ১৭৩টি প্রশমন প্রকল্পে ৬০৮.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে যা এই তহবিল হতে মোট অর্থায়নের ১৮% (বিসিসিটিএফ এর প্রকল্প তালিকা থেকে প্রাপ্ত)।

গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের মূল দায়িত্ব এবং ভূমিকা শিল্পোন্নত দেশসমূহের হলেও প্রশমন কার্যক্রমসমূহ কেবলমাত্র শিল্পোন্নত বিশ্বেই গ্রহণ করা হবে না। বরং কার্বন ট্রেডিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহেও এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্মল পরিবেশের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কাজে তহবিল যোগানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কাজেই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অভিযোজন প্রাধিকারভুক্ত খাত হলেও প্রশমনেরও ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হলেও বাস্তবে একের পর এক জীবাশ্ম জ্বালানি বা কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। এনডিসিতে প্রতিশ্রুত প্রশমন কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অন্যতম কার্বন গ্রহণকারী বন নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে অধিক কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যেও পাশাপাশি জাতীয় প্রশমন অঙ্গীকার প্রতিপালনে প্রতিনিয়ত ব্যাত্যয় ঘটানো হচ্ছে।

যে কোনো খাতের সুশাসন পর্যালোচনার জন্য অংশীজন ও তাদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক একটি বিষয় (Hufty, 2009)। বাংলাদেশে প্রশমন খাতে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়ন ও নানাবিধ কার্যক্রম থাকলেও এই খাতে অংশীজন ও তাদের ভূমিকা চিহ্নিতকরণ এখনো অনুপস্থিত। ক্লাইমেটফান্ডসআপডেটের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, বৈশ্বিক বিভিন্ন জলবায়ু তহবিল থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রশমন অর্থায়ন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের অংশীজনদের মধ্যে রয়েছে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়; বিদ্যুৎ, শক্তি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রভৃতি ও মন্ত্রণালয়সমূহের অধীনে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় প্রশমন অর্থায়নের ভবিষ্যত উদ্যোগসমূহের সাথেও বিভিন্ন পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবিড়ভাবে জড়িত থাকবে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানসমূহের বাস্তবায়িত প্রশমন প্রকল্পসমূহে সুশাসন চর্চার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এখনো কোনো নিবিড় গবেষণা করা হয়নি।

সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করার বিষয়টি উল্লেখ করলেও বাস্তবে একের পর এক জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক পরিবেশ বিধ্বংসী কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে তা উপেক্ষা করা হচ্ছে। এনডিসিতে প্রতিশ্রুত প্রশমন কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম হলেও বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী নির্বিচারে বন ধ্বংস করা হচ্ছে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের ফলে অধিক কার্বন নিঃসরণের মাধ্যমে জাতীয় প্রশমন অঙ্গীকার প্রতিপালনে প্রতিনিয়ত ব্যাত্যয় ঘটানো হচ্ছে। এনডিসি এ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নের কলেবর নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে দেশি-বিদেশি উৎস হতে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (২৭ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহ ও ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও টিআইবি'র ইতোমধ্যে সম্পন্ন বিভিন্ন গবেষণায় জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই অর্থ ব্যয়ে সুশাসনের ঝুঁকি বিদ্যমান।

টিআইবি-এর জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে পরিচালিত নানাবিধ গবেষণায় সুশাসনের ঘাটতি ও জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবহারে নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে (TIB, 2013, 2017)। জলবায়ু অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে নানাবিধ গবেষণা হলেও বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন খাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এবং অংশীজনদের কার্যক্রমে সুশাসনের আঙ্গিকে বিশ্লেষণের ঘাটতি অনুপস্থিত রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় পর্যায়ে প্রশমন অর্থায়নের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বিবেচনা করে এ সংক্রান্ত নিবিড় গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে এনডিসি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে প্রশমন অর্থায়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদানের সুযোগ হয়েছে। বিদ্যমান প্রশমন অর্থায়ন ও এর ব্যাবহারে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত হলে তা উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিতে সহায়ক হবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতকরণে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা হিসেবে এই গবেষণাটির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ।

১.৫ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো- **"বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা"** এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- প্রশমন অর্থায়ন ও সংশ্লিষ্ট জাতীয় আইন/নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পর্যালোচনা;
- বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ; এবং
- চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপারিশ প্রদান।

১.৬ গবেষণার পরিধি

গবেষণাটিতে প্রশমন সংক্রান্ত জাতীয় নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার/প্রতিশ্রুতি, বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি উৎস হতে প্রশমন অর্থায়ন এবং বিসিসিটিএফ প্রকল্প/কার্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সুশাসনের ৬টি নির্দেশকের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটি শুধুমাত্র বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন এবং কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। জলবায়ু অভিযোজন সংক্রান্ত অর্থায়ন ও কার্যক্রম এই গবেষণার আওতাভুক্ত নয়।

১.৭ গবেষণা সময়কাল

গবেষণাটি জুন ২০১৮ সাল থেকে অক্টোবর ২০২০ সময়কালের মধ্যে পরিচালিত হয়েছে।

অধ্যায়-২: গবেষণা পদ্ধতি

২.১ *তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি*

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গবেষণাটিতে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনায় মোট চার ধরনের গবেষণা টুলস্ (স্থাপনাসমূহের উপস্থিতি জরিপ, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ এবং দলীয় আলোচনা) ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি, গবেষণাটিতে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (৩৮ জন)	▪ প্রশমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি; প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী; স্থানীয় জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তা; স্থানীয় জনপ্রতিনিধি; প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও অর্থায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি
	ফোকাস দলীয় আলোচনা (২৯ টি)	▪ প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণ
	সরেজমিন পর্যবেক্ষণ (৭ টি প্রকল্প এলাকা)	▪ প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা
	জিপিএস কর্তৃক সনাক্তকরণ	▪ প্রশমন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ২টি প্রকল্পের সকল সৌর-বিদ্যুৎভিত্তিক প্রত্যেকটি সড়কবাতির স্থান, সড়কবাতির কার্যকারিতার প্রামাণ্য চিত্র জিপিএস এর মাধ্যমে নেয়া হয়েছে
পরোক্ষ তথ্য	আধেয় বিশ্লেষণ	▪ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা; প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন; অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন; প্রকল্প প্রস্তাবনা ও ওয়েবসাইট

সারণি ১: গবেষণা তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

ক. **প্রশমন কার্যক্রম ও অংশীজন চিহ্নিতকরণ:** প্রশমন কার্যক্রম চিহ্নিতকরণের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থায়নের উৎসসম্বলিত ওয়েবসাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথি থেকে একটি টেবিলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সন্নিবেশিত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য একটি ডেটাবেইজে রূপান্তর করা হয়েছে।

খ. **প্রকল্প নির্বাচন:** এই গবেষণায় প্রশমন অর্থায়ন ব্যবহারে সুশাসন পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল বাস্তবায়িত ৭ টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে যার আর্থিক মূল্য বিসিসিটিএফ এর প্রশমন খাতে বরাদ্দকৃত তহবিলের ১১%। উল্লেখ্য, তুলনামূলকভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানী খাতে সড়কবাতির প্রকল্প সংখ্যা বেশি হওয়ায় গবেষণার জন্য ২টি প্রকল্প নির্বাচন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উৎস হতে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ গবেষণাকালীন সময়ের বেশ পূর্বেই সম্পন্ন হওয়ায় প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে সুশাসন সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা বিবেচনায় গবেষণার জন্য শুধুমাত্র বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রকল্প বেছে নেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য একই ধরনের সরকারি প্রতিষ্ঠান দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিলের বাস্তবায়নে যুক্ত রয়েছে। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, বাস্তবায়নকাল, কাজের ধরন ও বরাদ্দের পরিমাণ বিবেচনায় প্রকল্পগুলো নির্বাচন করা হয়েছে এবং সুশাসনের ৬টি নির্দেশকের (সক্ষমতা, সামঞ্জস্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনঅংশগ্রহণ এবং অনিয়ম-দুর্নীতি) আলোকে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সুশাসন চর্চা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশমন প্রকল্প	প্রশমনের ধরন	বাস্তবায়নকাল	বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
প্রকল্প-১	বনায়ন (পুনঃ বনায়ন)	২০১২-২০১৫	৯.৪২	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প-২	বনায়ন (জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ)	২০১৩-২০১৫	২.৫	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প-৩	বনায়ন (ইকোপার্ক)	২০১৬-২০১৮	৪.৫	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প-৪	বনায়ন (কার্বন সিঙ্ক)	২০১১-২০১৫	১৭.৩২	বন অধিদপ্তর
প্রকল্প-৫	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প)	২০১৬-২০১৭	২.০	পৌরসভা

প্রকল্প-৬	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সোলার পাওয়ার স্টেশন)	২০১১-২০১২	৩১.৪৩	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
প্রকল্প-৭	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সোলার স্ট্রিট ল্যাম্প)	২০১৬-২০১৮	১.০	পৌরসভা
সর্বমোট=			**৬৮.১৭**	

সারণি ২: নির্বাচিত প্রকল্প

গ. **প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ:** গবেষণাটির প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রকল্প এলাকাসমূহ এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী সহ সর্বমোট ২২০ জন তথ্যদাতার নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

টুলস	তথ্যদাতার সংখ্যা							
	প্রকল্প-১	প্রকল্প-২	প্রকল্প-৩	প্রকল্প-৪	প্রকল্প-৫	প্রকল্প-৬	প্রকল্প-৭	কেন্দ্রীয়
মূখ্য তথ্যদাতার স্বাক্ষাৎকার	৪	৫	৫	৫	২	৪	৩	১০
দলীয় আলোচনা	২২	১৩	৪২	৩৮	১৬	১৭	৩৪	-
মোট	**২৬**	**১৮**	**৪৭**	**৪৩**	**১৮**	**২১**	**৩৭**	**১০**
								২২০

সারণি ৩: গবেষণায় প্রত্যক্ষ তথ্যদাতার সংখ্যা

২.২ তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

- প্রশমন কার্যক্রম ও অংশীজনদের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে পুনরাবৃত্তি, শতকরা প্রভৃতির হার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- প্রশমন অর্থায়নের ব্যবহারের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা হয়েছে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ তথ্যসমূহ নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ কাঠামোটি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সুশাসনের নির্দেশক	গবেষণাধীন ক্ষেত্র
সক্ষমতা	▪ প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম ▪ প্রশমন সংশ্লিষ্ট অংশীজন ▪ প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি
সামঞ্জস্যতা	▪ প্রস্তাবনায় উল্লেখিত প্রশমন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন
স্বচ্ছতা	▪ স্ব-প্রণোদিত তথ্যের উন্মুক্ততা ▪ চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান ব্যবস্থা
জনঅংশগ্রহণ	▪ প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও তদারকির সকল পর্যায়
জবাবদিহিতা	▪ প্রকল্প তদারকি, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা ▪ অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা
অনিয়ম-দুর্নীতি	▪ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ

সারণি ৪: তথ্য বিশ্লেষণ কাঠামো

অধ্যায়-৩: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম

৩.১ *বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম*

২০৩০ সালের মধ্যে দেশি-বিদেশি উৎস হতে প্রাক্কলিত প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা যোগানের পরিকল্পনার বিপরীতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক উৎস হতে এই অর্থের মাত্র ৬% (১২,৬৯৯.৭০ কোটি টাকা) তহবিল প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় উৎস থেকে ২০১০-২০১৯ সাল নাগাদ যথাক্রমে ৬০৮.৬২ কোটি টাকা এবং ১২,০৯১.০৮ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল (বিসিসিটিএফ) এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ), স্পেসিফিক ইনভেস্টমেন্ট লোন (এসআইএল), ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ), গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ), বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রশমন কার্যক্রমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে।

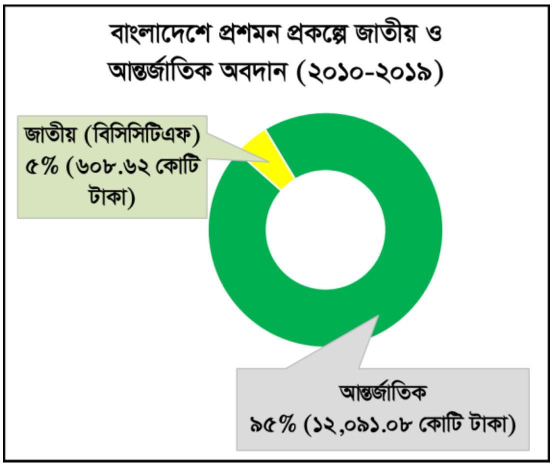

তথ্যচিত্র ১: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন

প্রশমন কার্যক্রমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থায়নের অনুপাত যথাক্রমে ৫:৯৫। তবে, বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নের সিংহভাগ আন্তর্জাতিক উৎস হতে সংগ্রহ করা হলেও এই অর্থায়নের মাত্র ৬৭% অর্থ শুধুমাত্র প্রশমন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলসমূহে প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়নকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সরাসরি অভিগম্যতা না থাকায় প্রকল্পে অর্থায়ন ও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উপরে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্ভর করতে হয় এবং এই নির্ভরশীলতার কারণে তহবিল ব্যবস্থাপনায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২ *জাতীয় উৎস থেকে প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম*

আন্তর্জাতিক উৎস থেকে বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ১২,০৯১.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দের মোট ২৩টি প্রকল্প রয়েছে যার মধ্যে সাতটি মিশ্র (অভিযোজন ও প্রশমন) প্রকল্প রয়েছে। সর্বমোট পাঁচটি আন্তর্জাতিক তহবিল বা উৎস থেকে এই অর্থায়ন করা হয়েছে যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগের জন্য ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে ৩,৩৮২ কোটি টাকা।

তহবিলের নাম/উৎস	বরাদ্দ (কোটি টাকা প্রায়)	প্রকল্প সংখ্যা
গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	৪২০০.৬	১১
স্পেসিফিক ইনভেস্টমেন্ট লোন	৩৩৮১.৪	১
ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	৩৩৪০.৬	৫
ডগ্রন ক্লাইমেট ফান্ড	৭৯৯	৪
বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড	৩৭০.২	২
সর্বমোট	১২,০৯১.০৮	**২৩**

সারণি ৫: বাংলাদেশে প্রশমন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক অর্থায়ন

প্রশমন অর্থায়নের উপাদানসমূহে (তহবিল যোগান, ব্যবস্থাপনা, বাস্তবায়ন ও তদারকি) প্রতিষ্ঠানের ধরনের ক্ষেত্রে দেখা যায় এর প্রতিটি প্রকল্পে প্রদত্ত তহবিল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হয়েছে এবং ব্যবস্থাপনায় ২৩টি প্রকল্পের মধ্যে কেবল একটিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ প্রকল্পেরই দায়িত্বে রয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ। কেবলমাত্র একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে।

তদারকির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও সরকারি সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্টতা প্রায় সমান ভাগে বন্টিত। বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়নের সিংহভাগ আন্তর্জাতিক উৎস হতে সংগ্রহ করা হলেও এই অর্থায়নের মাত্র ৬৭% অর্থ শুধুমাত্র প্রশমন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়, উন্নত দেশসমূহ হতে অনুদানভিত্তিক অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি থাকলেও আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থায়নের মাত্র ১৫% অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এনডিসি'র প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ পর্যাপ্ত তহবিল যোগানে যথাযথ কৌশল গ্রহণ এবং সম্ভাব্য উৎস হতে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে এখনো আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে করতে পারেনি। পাশাপাশি, জাতীয় অবদান ও গুরুত্বভেদে প্রশমন কার্যক্রমগুলোর খাত ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারণ না থাকা এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়নরত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোনো কার্যকর সমন্বয় ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ না থাকায় আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর অভিগম্যতা অর্জিত হয়নি।

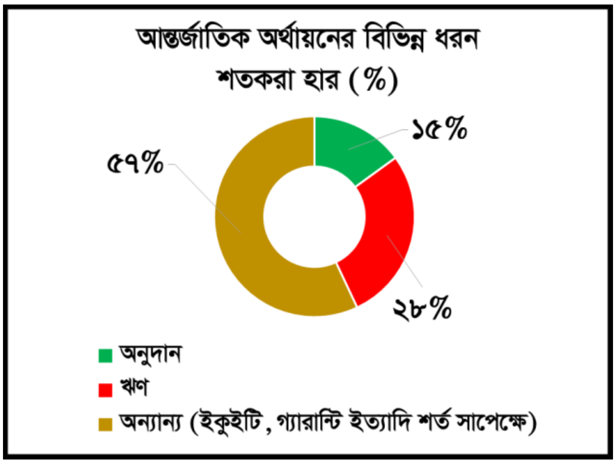

তথ্যচিত্র ২: আন্তর্জাতিক তহবিল হতে প্রশমন প্রকল্পে অর্থায়নের হার

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কার্যক্রমে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ের আন্তর্জাতিক অংশীজনরাও বিভিন্ন প্রশমন কার্যক্রমে অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক তহবিল ও সহায়তা হতে এই খাতে প্রাপ্য অর্থের জিম্মাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। তবে, বাংলাদেশে বাস্তবায়িত প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নেতৃত্বদানে প্রধান ভুমিকা পালন করছে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন তদারকি ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে সীমিত পরিসরে কাজ করছে প্রশমন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অংশীজনরা।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির রূপরেখা অনুসারে বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি) ২০১৫ তে জাতীয় প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও উপকূলীয় বনের সীমা বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সমন্বয়ে জলবায়ু প্রশমন সহায়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নবায়নযোগ্য শক্তি, বনায়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে আসছে। নিম্নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের ধরনভেদে বাংলাদেশে প্রশমন কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো:

প্রশমন কার্যক্রমের ধরন	অংশীজনের ধরন
প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নবায়নযোগ্য শক্তি	আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান
	বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থা
	আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্যাংক
	জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ
জীববৈচিত্র্য ও বনায়ন	বৈদেশিক উন্নয়ন সংস্থা
	আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ব্যাংক
	জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য	জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ

সারণী ৬: বাংলাদেশে প্রশমন কার্যক্রমের ধরনভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীজন

৩.৩ *জাতীয় উৎস থেকে প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম:*

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল থেকে ২০১০ সাল হতে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত ১৭৩টি প্রশমন প্রকল্পে ৬০৮.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কার্যক্রমভিত্তিক বরাদ্দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে বনায়ন ও বন ব্যবস্থাপনায়। এখানে বিসিসিটিএফ কর্তৃক মোট প্রশমন অর্থায়নের ৫২% তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে। দ্বিতীয় কার্যক্রম হিসেবে রয়েছে নবায়নযোগ্য শক্তিভিত্তিক প্রকল্প কার্যক্রম যেখানে প্রশমন ব্যায়ের ৩২% অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পসমূহ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হয়েছে।

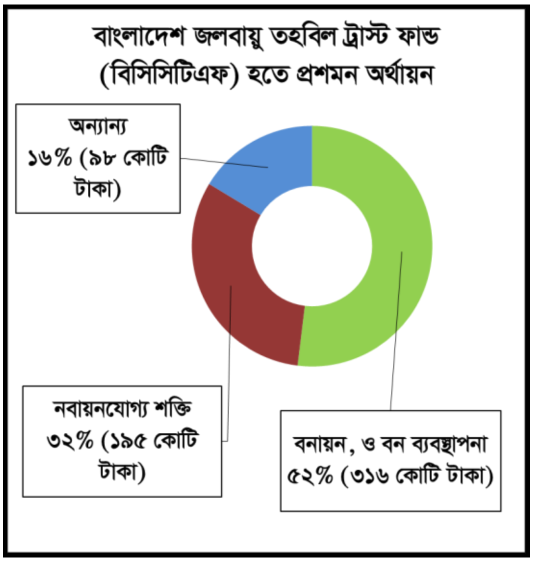

তথ্যচিত্র ৩: বাংলাদেশ জলবায়ু তহবিল ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) হতে প্রশমন অর্থায়ন

প্রশমন কার্যক্রমের প্রধান দুটি কার্যক্রম বনায়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় বনায়নের কার্যগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের বাস্তবায়ন করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।

৩.৪ *বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজন*

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজন:
জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কার্যক্রম একটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমন্বিত কর্মকৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন প্রেক্ষিতে অংশীজন হিসেবে জাতীয় পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, বেসরকারি ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত (সংযুক্তি-২)।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কার্যক্রমভেদে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অংশীজনদের অংশগ্রহণ:

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কার্যক্রমে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগী হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ের আন্তর্জাতিক অংশীজনরাও বিভিন্ন প্রশমন কার্যক্রমে অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক তহবিল ও সহায়তা হতে এই খাতে প্রাপ্য অর্থের জিম্মাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে, বাংলাদেশে বাস্তবায়িত প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নের্তৃত্বদানের প্রধান ভূমিকা পালন করছে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন তদারকি ও মূল্যায়ন কার্যক্রমের সীমিত পরিসরে কাজ করছে প্রশমন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অংশীজনরা।

কার্যক্রমের ধরন	অংশীজন	
	জাতীয়	আন্তর্জাতিক
প্রকল্প/কার্যক্রম প্রণয়ন	√	X
প্রকল্প/কার্যক্রমে অর্থায়ন	√	√
প্রকল্প/কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	√	√
প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন	√	X
প্রকল্প/কার্যক্রম তদারকি	√	X
প্রকল্প/কার্যক্রম মূল্যায়ন	√	√
প্রকল্প/কার্যক্রম নিরীক্ষা	√	X

সারণি ৭: বাংলাদেশে প্রশমন কার্যক্রমের ধরনভেদে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অংশীদারদের অংশগ্রহণ

অধ্যায়-৪: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট নীতি পর্যালোচনা

৪.১ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন/আগ্রগতি পর্যালোচনা

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯ এ প্রশমন বিষয়ক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রমের উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), ২০১৫ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০০৮-এ প্রশমন বিষয়ক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রমের উল্লেখ রয়েছে। ২০০৯ এর পূর্বে ২০০৭ সালে রচিত বালি অ্যাকশন প্ল্যান এর বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করেই মূলত বাংলাদেশের সমসাময়িক জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করা হয় এবং ২০০৯ সালে তা পরিমার্জন করা হয়। বিসিসিএসএপি- তে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত ছয়টি ভিত্তির মধ্যে পঞ্চম ভিত্তি হচ্ছে প্রশমন ও স্বল্প কার্বন উন্নয়ন, যার আওতায় দশটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশমন কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে[২]।

অন্যদিকে বৈশ্বিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রশমন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও সার্বিক রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে প্যারিস চুক্তিতে। প্যারিস চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষত প্রশমন বিষয়ক অভীষ্ট পূরণের জন্য ২০১৫ সালে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে বাংলাদেশের অবদানকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে এনডিসি। বৈশ্বিক প্রশমনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সেপ্টেম্বর ২০১৫ তে বাংলাদেশ তার এনডিসি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এই লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ, যোগাযোগ এবং শিল্প খাত হতে উৎপাদিত গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃস্বরণ ২০১৫ সালের চেয়ে ৫ শতাংশ (১২ মেট্রিকটন কার্বন-ডাই-অক্সাইড) হ্রাস করার ঘোষণা দেয়। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক উৎস হতে পর্যাপ্ত অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা পেলে বাংলাদেশ এই সময়কালে উল্লিখিত খাতসমূহ হতে আরো ১৫ শতাংশ (৩৬ মেট্রিকটন কার্বন-ডাই-অক্সাইড) গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃস্বরণ কমাবে বলে উল্লেখ করে (MoEFCC, 2015)।[৩] এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সুনির্দিষ্ট খাতভিত্তিক বিভিন্ন অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে জীবাশ্ম জ্বালানির প্রাপ্যতা, পরবর্তী দশকগুলিতে ক্রমাগত নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং সরবরাহ ও চাহিদার সমন্বয়ের অভাবের বিষয়গুলোর সাথে জলবায়ু পরিবর্তন রোধকল্পে বৈশ্বিক কার্বন নির্গমন হ্রাসসহ টেকসই জ্বালানী নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সরকার ২০০৮ সালে জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা গ্রহণ করে[৪]। এই নীতিমালায়ও কিছু সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট নির্ধারণ করা হয়।

উপরোক্ত নীতিমালাগুলোয় কি ধরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সময়ের প্রেক্ষিতে তার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত সারণীতে প্রদান করা হলো:

নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিসমূহ	প্রশমন বিষয়ক প্রধান লক্ষ্যসমূহ	ঘাটতি/চ্যালেঞ্জ
জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) ২০০৯	জ্বালানি নিরাপত্তা ও গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে একটি কৌশলগত জ্বালানি পরিকল্পনা	❑ বিগত ১১ বছরে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে সময়াবদ্ধ সুর্নিদিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক পথনকশা তৈরি করা হয় নি ❑ বিসিসিএসএপিতে প্রশমন কার্যক্রমের ধরনভিত্তিক কোনো অগ্রাধিকার ক্রম নেই এবং অভিযোজন ও প্রশমন অর্থায়নের সুনির্দিষ্ট অনুপাত উল্লেখ না থাকা ❑ পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই ❑ নবায়নযোগ্য খাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক

২ https://moef.gov.bd/site/page/97b0ae61-b74e-421b-9cae-f119f3913b5b/BCCSAP-2009
৩ https://erd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/erd.portal.gov.bd/page/1a7e22cf_6faf_488a_86ff_d578 55ea38cc/INDC.pdf
৪ http://www.sreda.gov.bd/index.php/site/page/14eb-6e9e-27c2-bd05-9e73-9ed4-4137-8a1e-9432-6e41

নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিসমূহ	প্রশমন বিষয়ক প্রধান লক্ষ্যসমূহ	ঘাটতি/চ্যালেঞ্জ
		বিনিয়োগ/অর্থায়নের বিষয়ে কোনো কৌশলগত দিক-নির্দেশনা না থাকার সুযোগে কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুত উৎপাদনে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ
	দেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন ও উপকূলীয় এলাকায় 'সবুজ বেষ্টনীর' পরিধি বৃদ্ধি	❑ বন অধিদপ্তর সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টির মাধ্যমে উপকূল সুরক্ষায় একাধিক প্রকল্প গ্রহণ করলেও বাস্তবে দুর্যোগ মোকাবেলায় তার কার্যকারিতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া - *এক্ষেত্রে দুর্যোগ মোকাবেলায় সবচেয়ে কার্যকর ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের ১০ কি.মি. এর মধ্যে এবং সংরক্ষিত বনের কাছে কয়লা বিদুৎকেন্দ্র স্থাপনসহ অপরিকল্পিত শিল্পায়ন*
	শিল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে যুতসই এবং কার্যকর প্রযুক্তি আমদানি এবং ব্যবহার নিশ্চিত	❑ প্রশমনে সহায়ক প্রযুক্তির আমদানির ধরন ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কৌশল নেই ❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সৌরবিদ্যুতের প্যানেল আমদানিতে ১০% শুল্ক ও কর আরোপের ফলে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতমুখী নীতি অনুসরণ, অন্যদিকে কয়লা ও অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে জাতীয় অর্থায়ন ও বিভিন্ন ছাড় প্রদান (যেমন, কয়লা আমদানিতে ১০% মূসক ছাড়, বিদেশি কর্মী ও কোম্পানির আয়ের ওপর কর হার সম্পূর্ণ মওকুফ ইত্যাদি) ❑ জাতীয় পর্যায়ে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিপণনের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রণোদনা প্রদান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি/দিক-নির্দেশিকা নেই
জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি), ২০১৫	২০৩০ সালের মধ্যে বায়ু বিদ্যুৎ ৪০০ এবং সৌর বিদ্যুতের উৎপাদন ১০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা	❑ দেশি-বিদেশি ব্যাবসায়িক লবির স্বার্থে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিবর্তে কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার প্রদানের ফলে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত মাত্র ২.৯ মেগাওয়াট (০.০০৭%) বায়ু বিদ্যুৎ এবং ৩৩৮.৬৫ মেগাওয়াট (৩৩.৯%) সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন ❑ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে সীমাবদ্ধতা দেখানো হয়, তা বাস্তবসম্মত না - *বাস্তবে বাংলাদেশে ২০৪১ সাল নাগাদ ৪০,০০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকলেও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কম দেখানো হয়েছে* ❑ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার না দিয়ে উল্টো সুপার ক্রিটিকাল প্রযুক্তির নামে কৌশলে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্তির ফলে বার্ষিক ১১৫ মিলিয়ন টন কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে ❑ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ব্যবসায়িক সুবিধার্থে প্রণীত পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লান (পিএসএমপি) ২০১৬ বাস্তবায়ন করতে সরকার কর্তৃক প্যারিস চুক্তি এবং টেকসই উন্নয়ন বিরোধী অবস্থান গ্রহণ - *বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় প্রাথমিক পর্যায়ে কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ*

নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিসমূহ	প্রশমন বিষয়ক প্রধান লক্ষ্যসমূহ	ঘাটতি/চ্যালেঞ্জ
		উৎপাদনে অগ্রাধিকার দিলেও অর্থাভাব ও আন্তর্জাতিক চাপে কয়লানির্ভরতা থেকে সরে এসে পরিবেশ বিধ্বংসী এলএনজি জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাপক বিনিয়োগ পরিকল্পনা
	পরিবহন খাতে বর্তমানের তুলনায় ১৫ শতাংশ গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানো	❑ পরিবহন খাতে ১৫% গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে এবং কিভাবে এই হার কমানো হবে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা না থাকা ❑ ২০০৪ সালের পর যানবাহনের কারণে পরিবেশ/বায়ু দূষণ নিয়ে কোনো নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা না করা - *নাসার তথ্যমতে গত ১০ বছরে ঢাকার বাতাসে দূষণের মাত্রা ৮৬% বৃদ্ধি পেয়েছে* ❑ বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকার শীর্ষস্থান অর্জনে যানবাহনের কালো ধোঁয়া বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ হলেও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর চাপে তা কমাতে কার্যকর কোনো উদ্যোগ না নেওয়া
	শিল্প খাতে শক্তি ব্যয়ের ১০% শিল্প শক্তি অপচয় রোধ	❑ শিল্প খাতে শক্তি ব্যয়ের ১০ শতাংশ অপচয় রোধে সরকারের পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকা, সমন্বিত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করা ❑ শিল্প খাতে শক্তি ব্যয় অপচয় রোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্টানের জন্য কোনো প্রণোদনার সুযোগ না থাকা ❑ শিল্প/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত সৌরবিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার সুযোগ না থাকায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে অনীহা
নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৮	২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ৮০% হ্রাস	❑ ২০২১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে দেশের মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ উৎপাদনের কথা থাকলেও বর্তমানে তা মাত্র ০.০৩% ❑ ২০০০-২০১৫ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ৯৫% থেকে বেড়ে ৯৯% উন্নীত হওয়া ❑ ২০০০-২০১৬ সাল নাগাদ মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি (০.২ মে.ট. থেকে ০.৪৬ মে.ট. বৃদ্ধি)
	নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের জন্য যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত সকল কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশসমূহে ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি	❑ ২০০৮ এর পর এনডিসি ও বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে ১৫% প্রশমন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা হালনাগাদ না করা ❑ শর্তসাপেক্ষে ৬০ এএমপি পর্যন্ত ব্যাটারি কেনার ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি দেওয়া হলেও এর বাতি এবং যন্ত্রাংশের ওপর ৩১% কর অব্যাহত রয়েছে

সারণি ৮: প্রশমন সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি, কৌশল, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ও আগ্রগতি পর্যালোচনা

৪.২ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইন/বিধিসমূহে সুশাসন বিষয়ক নির্দেশনাসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় এবং বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নের জন্য ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিল নামে একটি জাতীয় তহবিল গঠন করে। এই তহবিলটি পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১১ অক্টোবর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ প্রণয়ন করে। এই আইনের আওতায় বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের অতিরিক্ত হিসেবে

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্ত হস্তান্তর এবং অর্থ ও বিনিয়োগ এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা সহ পরীক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এর পাশাপাশি বনায়নের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে কার্বনসহ গ্রিন হাউজ গ্যাস কমানো জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কার্যক্রমের সবচেয়ে সহজতর এবং জনপ্রিয় কৌশল হিসেবে প্রতীয়মান হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের বন অধিদপ্তর দেশের বনভূমি রক্ষা এবং নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টির লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং এই কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সামাজিক বন বিধিমালা প্রণয়ন করে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারের জন্য ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করে যেখানে ট্রাস্ট ফান্ড এর অর্থায়নে প্রকল্প পরিচালনার (প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা) সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে এই নীতিমালায় উল্লেখিত বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন কার্যক্রম ও প্রশমন অর্থায়নে সুশাসন সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে।

উপরোক্ত নীতিমালাসমূহে সুশাসন বিষয়ে উল্লেখকৃত অংশের একটি সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত সারণিতে প্রদান করা হলো

নীতিমালা/আইন/বিধি	সঙ্গতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ সম্পর্কিত উপাদান
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) আইন, ২০১০	▪ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ▪ সরকারের জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ বেসরকারি গবেষণা সংস্থা এ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন করে ট্রাস্টিবোর্ডে দাখিল করবে। ▪ অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ ট্রাস্টিবোর্ডের গাইডলাইন অনুসারে বাস্তবায়ন করা হবে।
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২	▪ প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, ২০০৯ এ বর্ণিত থিমেটিক এরিয়ার আওতাধীন প্রোগ্রাম এর আলোকে প্রণীত হবে; ▪ জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি, কার্যক্রম থাকতে হবে এবং বাস্তবায়নের ফলে যে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাবে প্রকল্প প্রস্তাবনায় তা উল্লেখ করতে হবে; ▪ ট্রাস্টের কারিগরি কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করলে তা ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে; ▪ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল প্রকল্পের জন্য প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা হবে; ▪ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় যে পদ্ধতিতে এডিপিভুক্ত প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন করে থাকে, একই পদ্ধতিতে ট্রাস্টের অর্থায়নের প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে; ▪ ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বছর প্রকল্পের নিরীক্ষা করাবে এবং রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করবেন।
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	• কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নাগরিকের অনুরোধে তথ্য সরবরাহে বাধ্য থাকবে; • প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত বিষয়ক সকল তথ্য স্বতপ্রনোদিত হয়ে সহজলভ্য উপায়ে নাগরিকদের নিকট প্রকাশ ও প্রচার করবে; • বিদ্যমান প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যালয়/ইউনিটের তথ্য সরবরাহ ও বিনিময়ের জন্য একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধে তথ্য সরবরাহ করবে।

সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০০৪	• উডলট, কৃষি বনায়ন, স্ট্রিপ বনায়ন, চরাঞ্চল, বরেন্দ্র এলাকা এবং অন্যান্য এলাকায় শালবন, ম্যানগ্রোভ বন, রাবার বাগান সহ ফলজ ও অন্যান্য বৃক্ষ দ্বারা সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে যা বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিট অফিস সরাসরি তত্ত্বাবধান করবে; • সামাজিক বনায়নের জন্য নির্ধারিত এলাকার এক কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসকারীদের মধ্য থেকে সুবিধাভোগী নির্বাচন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে ভূমিহীন, ৫০ শতকের কম ভূমির মালিক, দুঃস্থ মহিলা, দরিদ্র আদিবাসী, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও সন্তান, এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাধিকার প্রদান করতে হবে; • সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্ততঃ দুইজন নারী সদস্যের অন্তর্ভূক্তি বাধ্যতামূলক।

সারণি ৯: সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় সুশাসন বিষয়ক নির্দেশনা

৪.৩ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইন/বিধিসমূহে সুশাসন বিষয়ক প্রবিধানসমূহ

উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে এই গবেষণায় ব্যবহৃত সুশাসনের পাঁচটি নির্দেশক- সামঞ্জস্যতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনঅংশগ্রহণ এবং অনিয়ম/দুর্নীতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রবিধানের একটি তালিকা নিম্নোক্ত সারণীতে প্রদান করা হয়েছে যা এই এই গবেষণায় প্রশমন অর্থায়ন ব্যবহারে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিরূপণে ব্যবহার করা হয়েছে।

সুশাসনের নির্দেশক	প্রবিধান
সামঞ্জস্যতা	▪ প্রস্তাবনায় সুনির্দিষ্ট জলবায়ু ঝুঁকি ও তার প্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত ফলাফলের উল্লেখ ▪ অনুমোদিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন
স্বচ্ছতা	▪ তথ্য প্রদানকারি কর্মকর্তা নিয়োগ ▪ স্থানীয় জনগণকে প্রকল্প সম্পর্কে অবহিতকরণ ▪ প্রকল্প এলাকায় তথ্যবোর্ড স্থাপন ▪ ওয়েবসাইটে তথ্য হালনাগাদকরণ ও প্রকাশ ▪ চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান
জবাবদিহিতা	▪ বাস্তবায়নকারী স্থানীয় অফিসের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবীক্ষণ ▪ মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ দল কর্তৃক পরিবীক্ষণ ▪ বিসিসিটিএফ কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ▪ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জন প্রশাসন কর্তৃক পরিবীক্ষণ ▪ কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষা ▪ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মূল্যায়ন
জনঅংশগ্রহণ	• স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর উত্তরণের উপায় নির্ণয় করতে স্থানীয় পর্যায়ে সভা • প্রকল্পের উপকারভোগী, প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক মূল্যায়ন • নারীদের মতামত প্রদানের জন্যে আহবান
অনিয়ম-দুর্নীতি	• প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সকল ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অবলম্বন

সারণি ১০: সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় সুশাসন বিষয়ক নির্দেশনা

জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইন/বিধিসমূহে সুশাসন বিষয়ক প্রবিধানসমূহ উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে এগুলো প্রতিপালন না হওয়ায় জলবায়ু প্রশমন কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বাস্তবে প্রশমন অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে সুশাসনের মাত্রা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পেতেই পরবর্তী অধ্যায়ে জলবায়ু প্রশমন বিষয়ক সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে সুশাসনের ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫: প্রশমন অর্থায়ন ব্যাবহারে (প্রকল্প বাস্তবায়নে) সুশাসন

৫.১ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: প্রকল্প প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নে সামঞ্জস্যতা

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা বলতে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জলবায়ু বিষয়ক নীতিমালা/আইন/বিধি তে উল্লেখিত নির্দেশনাকে অনুসরণের ব্যাপ্তিকে বুঝানো হয়েছে; যেকোনো কার্যক্রমের কার্যকারিতার অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে সামঞ্জস্যতা (Kaufmann and others, 2009)। চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত বিদ্যমান নীতিমালায় সুশাসনের নির্দেশকের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান, জলবায়ু প্রকল্প প্রস্তাবনায় সুনির্দিষ্ট জলবায়ু ঝুঁকি ও তার প্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত ফলাফলের উল্লেখ থাকতে হবে এবং অনুমোদিত প্রস্তাবনা অনুযায়ী এর বাস্তবায়ন হতে হবে।

প্রস্তাবনায় উল্লেখিত কার্যক্রমের সাথে বাস্তবায়নের সঙ্গতি: প্রস্তাবনায় সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশিত ফলাফল উল্লেখের বাইরে যদি প্রকল্পে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের কথা বিবেচনা করা হয় তবে দেখা যায় ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি বনায়ন ও ৩টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কার্যক্রমের। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবনা অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ প্রশমনের ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। উল্লেখ্য, অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবায়নের সামঞ্জস্যতা প্রত্যক্ষ করে দেখা গিয়েছে একটি প্রকল্প ব্যতীত বাকি ৬টি প্রকল্পেই অসামঞ্জস্যতা রয়েছে, তবে এই অসামঞ্জস্যতার ধরন ও মাত্রা বিভিন্ন প্রকারের।

প্রকল্প	প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নে সামঞ্জস্যতা	ধরন
প্রকল্প ১	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	প্রস্তাবিত বনায়ন সম্পূর্ণ না করা
প্রকল্প ২	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	প্রস্তাবিত গাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষা না করা
প্রকল্প ৩	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	প্রস্তাবিত গাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষা না করা
প্রকল্প ৪	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	আংশিক বনায়ন করে প্রকল্প বাতিল
প্রকল্প ৫	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	প্রস্তাবিত স্থানে সড়কবাতি স্থাপন না করা
প্রকল্প ৬	সামঞ্জস্যপূর্ণ	নির্দেশিত স্থানে সড়কবাতি স্থাপন
প্রকল্প ৭	আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ	উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে কম বিদ্যুৎ সরবরাহ

সারণি ১১: প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়নে সামঞ্জস্যতা

চিত্র ২: প্রস্তাবনায় উল্লেখিত মান ও বরাদ্দের সাথে অসামঞ্জস্যতা (প্রস্তাবনা অনুযায়ী এই প্রত্যেকটি চারার বরাদ্দ ২০৫ টাকা এবং চারার সাথে একটি খাঁচা থাকার কথা)

৫.২ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: স্বচ্ছতা

> ***"প্রজেক্টের সব কাগজপত্র বিভাগীয় অফিসে, আমাদের কাছে প্রজেক্টের কিছু নাই"***
>
> **- স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা**

স্বচ্ছতা বলতে সাধারণত সম্পূর্ণ ও সঠিক তথ্যে জনসাধারণের অভিগম্যতাকে বিশেষত সরকারি কার্যক্রমের তথ্যাবলী জনসাধারণকে জানানো ও এমন ব্যবস্থা রাখা

যাতে জনগণ প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তথ্য পাওয়ার সুযোগ পায় (Mimicopolous, 2006)। জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ব্যবহারের প্রেক্ষিতে অর্থায়ন ব্যবহার বা প্রকল্প সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিতকরণ ও চাহিদা ভিত্তিক তথ্য প্রদান ব্যবস্থাকে স্বচ্ছতা বুঝানো হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত বিষয়ক সকল তথ্য স্বতপ্রনোদিত হয়ে সহজলভ্য উপায়ে নাগরিকদের নিকট প্রকাশ ও প্রচার করবে।

- **দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ও চাহিদাভিত্তিক তথ্য প্রদান ব্যবস্থা:** গবেষণায় নির্বাচিত ৭টি প্রকল্পের ৫টি প্রকল্পেই স্থানীয় বাস্তবায়ন কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা বা চাহিদাভিত্তিক কোন তথ্য প্রদান ব্যবস্থা নেই।

- **প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাবলীর স্ব-প্রণোদিত প্রকাশ:** ছয়টি প্রকল্পের ক্ষেত্রেই স্থানীয় জনসাধারণকে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও বরাদ্দসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক তথ্যাবলী অবহিত করা হয়নি।

- **তথ্যবোর্ড স্থাপন:** ৭টি প্রকল্পের ৪টিতেই তথ্যবোর্ড থাকলেও তথ্য বোর্ডে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর ঘাটতি রয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে এমন জায়গায় এই নামসর্বস্ব বোর্ডগুলো বসানো হয়েছে যা দৃষ্টিগোচর হওয়া দূরূহ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সম্বলিত তথ্য বোর্ড না থাকলেও স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের সন্তুষ্টির জন্য প্রকল্প এলাকা জুড়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র ৩: নামসর্বস্ব তথ্য বোর্ড এবং তথ্য বোর্ডের দৃষ্টিগোচর হয়না এমন অবস্থান

- **ওয়েবসাইটে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও হালনাগাদ:** জাতীয় তথ্য বাতায়নে অঞ্চল এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্য প্রকাশ ও হালনাগাদের সুযোগ রাখা হলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে ১৪ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক তথ্য বাতায়নে তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি।

শুধুমাত্র প্রশমন প্রকল্প নয় সার্বিকভাবে যেকোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বা তথ্যের উন্মুক্ততা একেবারেই সীমিত। জবাবদিহিতা ব্যবস্থা কার্যকর না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

৫.৩ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: জবাবদিহিতা

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় মূল্যায়নের নিরীখে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষমতার যাচাই। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় তা হলো তদারকি, সম্পদ ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ যাচাই, নিরীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে (Mimicopolous & others, 2007)। জলবায়ু প্রশমন সম্পর্কিত তহবিল ব্যবহারে জবাবদিহিতা পর্যালোচনায় এই গবেষণায় প্রকল্পসমূহের তদারকি, নিরীক্ষা, মূল্যায়ন ও অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থাকে বিবেচনা করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ অনুযায়ী 'বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় যে পদ্ধতিতে এডিপিভুক্ত প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন করে থাকে, একই পদ্ধতিতে ট্রাস্টের অর্থায়নের প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে' বলা হয়েছে। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ভিন্নতা নির্দেশ করে যা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- **বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকি:** গবেষণায় নির্বাচিত ৭টি প্রকল্পের সবগুলোই বাস্তবায়নকারী স্থানীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিবীক্ষণ হয়েছে বলে দাবি করা হলেও কোনো প্রকল্পেই কোনো লিখিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। তবে দলীয় আলোচনায় ৬টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে তথ্যদাতারা বলেছেন কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে সরেজমিনে প্রকল্প এলাকায় কাজের তদারকিতে গিয়েছেন। প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত স্থানীয় জনগণও তদারকির বিষয়ে অবহিত নয়।

- **বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের তদারকি:** গবেষণাধীন ৭টি প্রকল্পের মধ্যে কেবলমাত্র ২টি প্রকল্পে মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ দল তদারকিতে গিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় তথ্যদাতারা।

- **অর্থায়নকারি সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শন ও তদারকি:** প্রতিটি প্রকল্পেই ট্রাস্ট তহবিল থেকে দুইবার পর্যবেক্ষণে কর্মকর্তারা গিয়েছেন তবে কোনো মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

- **স্থানীয় জনপ্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের তদারকি:** স্থানীয় জনপ্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের যে ব্যাপ্তিতে প্রকল্পগুলোতে তদারকিতে সম্পৃক্ততা থাকার প্রবিধান রয়েছে তা কোনো প্রকল্পেই হয়নি। কেবলমাত্র যে প্রকল্পটিতে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জনপ্রতিনিধি সম্পৃক্ত রয়েছেন সেখানে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে তদারকি করেছেন। বাকী প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা প্রকল্প সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন।

> ***"এই প্রকল্পটি যে জলবায়ু প্রকল্প তাইতো আমরা জানিনা, বনের লোকজন আমাদের এই বিষয়ে কিছুই জানায় নাই কোনো তদারকিতো দুরের বিষয়"***
>
> **- জনৈক স্থানীয় জনপ্রতিনিধি**

- **আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন ও মহা হিসাব নিরীক্ষক ওনিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা:** গবেষণায় নির্বাচিত ৭টি প্রকল্পের কোনো প্রকল্পেই আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়নি, অথচ ট্রাস্ট আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বছর প্রকল্পের নিরীক্ষা করাবে এবং রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করার কথা।

- **অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা:** গবেষণাধীন কোনো প্রকল্পেই কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক এবং কার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা নেই। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জানান কেউ অভিযোগ করলে তারা ব্যবস্থা নেন, তবে কোনো অভিযোগ তারা এ পর্যন্ত পাননি।

৫.৪ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: জনঅংশগ্রহণ

- **প্রকল্প প্রণয়নে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ:** পর্যবেক্ষণকৃত ৭টি প্রকল্পের মধ্যে কেবল ১টি প্রকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর উত্তরণের উপায় নির্ণয় করতে স্থানীয় পর্যায়ে সভা করা হয়েছে।

- **প্রকল্প তদারকিতে জনঅংশগ্রহণ:** ৭টি প্রকল্পের মধ্যে কোনো প্রকল্পেই প্রকল্পের উপকারভোগি, প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে তদারকিতে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

- **নারী ও অতি দরিদ্রদের মতামত গ্রহণ:** ৭টি প্রকল্পের মধ্যে কোনো প্রকল্পেই মতামত প্রদানের জন্যে স্থানীয় নারীদের বা অতিদরিদ্রদের কাউকেই আহবান করা হয়নি।

৫.৫ বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রশমন প্রকল্পে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: অনিয়ম-দুর্নীতি

গবেষণার আওতাভূক্ত ৭ টি প্রকল্পের সবগুলো প্রকল্পেই বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র বিদ্যমান। এক্ষেত্রে ৭টি প্রকল্পের সবগুলোই রাজনৈতিক সুপারিশের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়েছে বলে মূখ্য তথ্যাদাতারা জানিয়েছেন। যার মধ্যে ৩ টি প্রকল্পের অনুমোদনে তৎকালীন একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারিকে ১০% প্রকল্প অর্থ অগ্রিম ঘুষ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। একটি প্রকল্পের আওতায় ৬৫০ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হলেও ভোক্তা পর্যায়ে দৈনিক মাত্র ৫০ কিলোওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্বাহী আদেশ না থাকায় বিদ্যুতের অপচয় করা হচ্ছে। যেখানে প্রকল্পটির আওতায় উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করার সুযোগ না থাকায় অবমুক্তকরণের নামে ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৮০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের অপচয় করা হচ্ছে।

সড়কবাতি সংক্রান্ত দুটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথভাবে যাচাই না করেই অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলনসহ প্রকল্প দুইটি অনুমোদন দিয়েছে। শুধু তাই নয়, একই সময়ে একই ধরনের সক্ষমতার প্রকল্প দুটি অনুমোদিত হলেও প্রকল্প দুটির আওতায় স্থাপিত সড়কবাতির ইউনিট প্রতি মূল্যের পার্থক্য প্রায় ১,০১,০০০ টাকা। এই দুটি প্রকল্পের মধ্যে যেই প্রকল্পে সড়কবাতির ইউনিট মূল্য সবচেয়ে বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে সেই প্রকল্পটির প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদার নির্বাচনে একজন মন্ত্রীর একজন প্রাক্তন সহকারি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রকল্পটির মেয়াদান্তের পূর্বেই সেই প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক সড়কবাতি অকার্যকর হয়ে গিয়েছে।

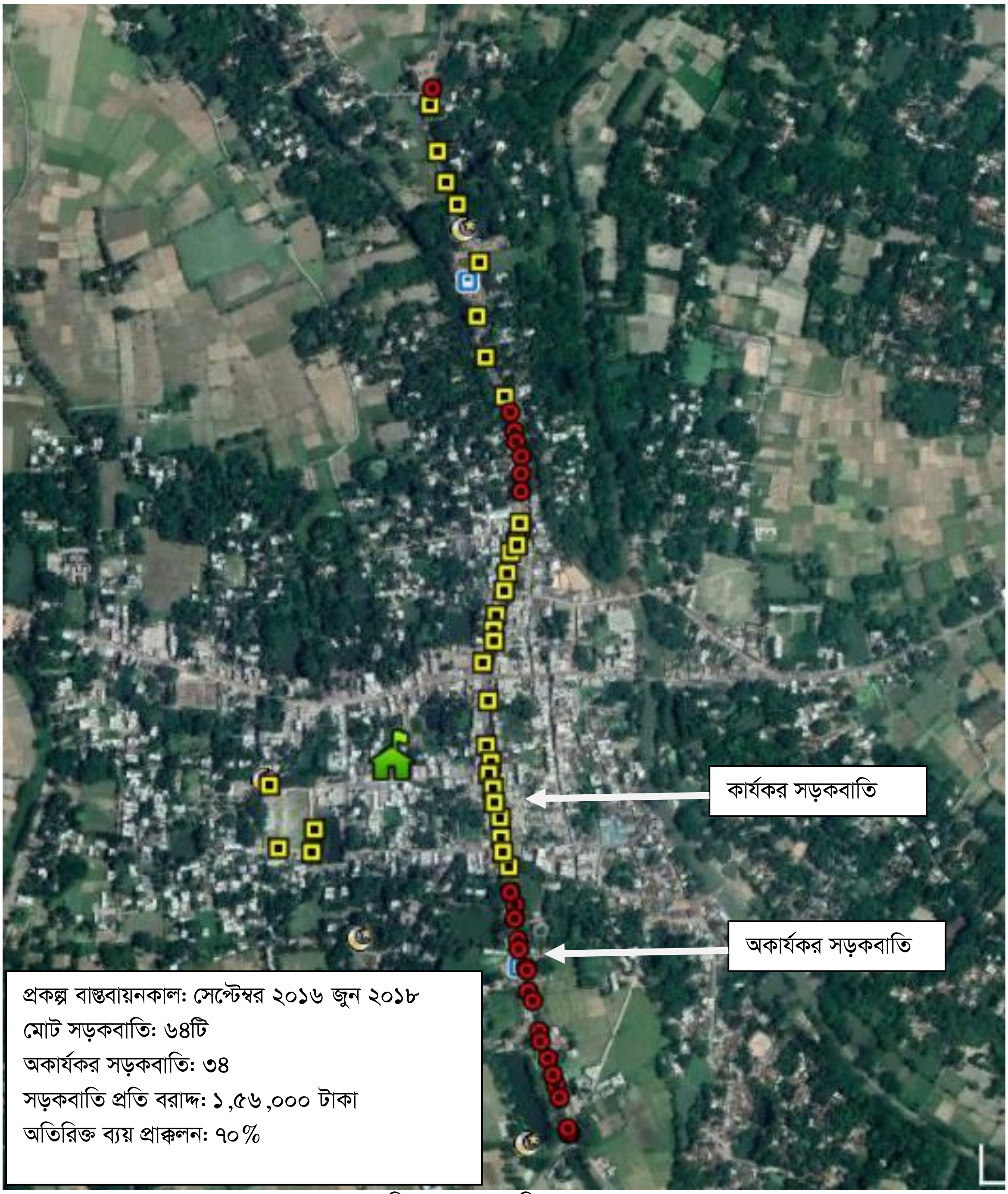

চিত্র ৪: সড়কবাতি প্রকল্প - ১

চিত্র ৫: সড়কবাতি প্রকল্প - ২

নিম্নে প্রকল্পভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতির একটি চিত্র উল্লেখ করা হলো যেখানে দেখা যায়, ৭টি প্রকল্পে অর্থায়নকৃত ৬৮.১৬ কোটি টাকার প্রায় ৫৪.৪% অর্থই (প্রায় ৩৭.০৭ কোটি টাকা) বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় ও আঁতাতের মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎ/অপচয় করা হয়েছে।

প্রকল্প	কার্যক্রমভিত্তিক অনিয়ম ও দুর্নীতি	অনিয়ম ও দুর্নীতির আর্থিক মূল্য (টাকা)
প্রকল্প-১	বনায়নের জন্য বরাদ্দকৃত ৩.২৮ কোটি টাকার ৪০% তহবিল আত্মসাৎ	১,৩১,০০,০০০
প্রকল্প-২	প্রায় ১,০০,০০০ চারাগাছ কম লাগানোর অভিযোগসহ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় হতে উধাও	৫৬,২৫,০০০
প্রকল্প-৩	নিম্নমানের চারা রোপণসহ, প্রকল্পের উল্লিখিত কার্যক্রমের আংশিক বাস্তবায়ন ও ব্যয় দেখিয়ে বরাদ্দকৃত তহবিলের অংশবিশেষ আত্মসাৎ	১,৮৪,৪২,০০০
প্রকল্প-৪	প্রকল্পের ৫০% কাজ বাস্তবায়ন করে বাকি অর্ধেকের মতো তহবিল আত্মসাৎ	৮,৬৬,০০,০০০
প্রকল্প-৫	২৮% অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	৫৫,৯০,২০০
প্রকল্প-৬	একর প্রতি ১১ লাখ টাকা অতিরিক্ত দামে ৪ একর জমি ক্রয়সহ অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	২৩,৪৪,০০,০০০
প্রকল্প-৭	৭০% অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন	৬৯,৮৮,৮০০

সারণি ১২: প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতি

৫.৬ *প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহের কারণ*

- **প্রশমন ও প্রশমন কার্যক্রম বিষয়ক স্বচ্ছ ধারণার ঘাটতি:** বিসিসিএসএপি'তে প্রশমন বিষয়ক সুনির্দিষ্ট থিম ও কার্যক্রম চিহ্নিত করা থাকলেও এ বিষয়ক বিস্তারিত কার্যক্রম এবং প্রশমনের সাথে এই কার্যক্রমের ফলাফলের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ক সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় পর্যায়ে সাক্ষাতকারে দেখা গিয়েছে যে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণেতা ও বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষ জড়িত কর্মকর্তাদের অধিকাংশেরই প্রশমনের তাত্ত্বিক ধারণা ও বাস্তবায়নরত প্রকল্পসমূহের ফলাফলের সাথে প্রশমনের ফলাফল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই।

- **বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা বিষয়ে ধারণার সীমাবদ্ধতা:** বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা বিষয়ে ধারণার সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য প্রচার, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা এবং জনঅংশগ্রহণমূলক সরকারি প্রবিধানমূহের বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের স্পষ্ট ধারণার অভাবের পাশাপাশি ইচ্ছারও ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

- **প্রকল্প যাচাই ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দুর্বলতা:** প্রশমন প্রকল্পসহ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে যে কোনো প্রকল্পের প্রস্তাবনা যাচাই করে বিসিসিটিএফ এর 'কারিগরি কমিটি'। এই কমিটির যাচাইয়ের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবনায় প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করা হয় এবং তারপর এই প্রস্তাব 'ট্রাস্টি বোর্ড' কর্তৃক যাচাই করে চুড়ান্তভাবে অনুমোদন দেওয়ার কথা। গবেষণার আওতাভুক্ত সবগুলো প্রকল্পের প্রস্তাবনাতেই সুনির্দিষ্ট জলবায়ু ঝুঁকি ও তার প্রেক্ষিতে প্রত্যাশিত ফলাফলের উল্লেখ অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পগুলো অনুমোদন হওয়া 'কারিগরি কমিটি' ও 'ট্রাস্টি বোর্ড' এর উভয় পক্ষের যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ায় সুস্পষ্ট দুর্বলতা প্রকাশ করে।

- **আইনি প্রবিধান থাকা সত্ত্বেও জবাবদিহিতা ব্যবস্থায় ঘাটতি:** বিসিসিটিএফ হতে অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থায় সাতটি প্রতিষ্ঠান/অংশীজন জড়িত। তবে বাস্তবে, বেশিরভাগ অংশীজনই নিষ্ক্রিয়; এমনকি, এই অংশীজনদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়হীনতাও পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রশমন কার্যক্রমের স্থান ও সময়ভিত্তিক কোনো অগ্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকার সুযোগে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে অনিয়ম-দুর্নীতির উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রবণতা বিদ্যমান। প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতি নিয়মিত লঙ্ঘন করলেও অভিযুক্ত সংস্থাকে জবাবদিহির আওতায় আনা হয় না।

- **অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আইন ও তদারকির ঘাটতি:** কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা না থাকায় অভিযোগ প্রদানে জনগণ উৎসাহিত হয় না এবং এর ফলে অভিযোগের সংখ্যা কম। অন্যদিকে, অভিযোগ প্রদান করা হলেও এ বিষয়ে কোনো তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয় না বলে দলীয় আলোচনায় জানিয়েছে স্থানীয় জনসাধারণ।

অধ্যায়-৬: উপসংহার

৬.১ *সার্বিক পর্যবেক্ষণ*

গবেষণাটির ফলাফল বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সার্বিকভাবে প্রধান যে বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য তা নিচে আলোকপাত করা হলো-

- প্রশমন অর্থায়নে বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি) ২০১৫ অনুসারে প্রতিশ্রুত ১৫% প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশি-বিদেশি উৎস হতে প্রাক্কলিত প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা যোগানের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহ হতে অর্থ সংগ্রহে জাতীয়ভাবে কোনো পথনকশা প্রণয়ন ও তা অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক উৎস হতে কাঙ্খিত প্রশমন তহবিল সংগ্রহে ব্যর্থতার কারনে এনডিসিতে প্রতিশ্রুত জাতীয় প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জানে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

- জাতীয় প্রশমন অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশের সাংবিধানিক অঙ্গীকার থাকার পরও বাংলাদেশ সেগুলো উপেক্ষা করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবায়নযোগ্য খাতে বিনিয়োগ না করে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে, প্রতিশ্রুত প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশর আন্তরিকতার বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে।

- বিসিসিটিএফ হতে প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদনে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিবেচনা না করেই রাজনৈতিক সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও, বিসিসিএসএপিতে প্রশমন কার্যক্রমের স্থান ও সময়ভিত্তিক কোনো প্রাধিকার ক্রম নির্ধারিত না থাকায় স্থানীয়ভাবে প্রকল্পের চাহিদা এবং গুরুত্ব বিবেচনা না করে প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। এতে যেখানে প্রকল্প প্রয়োজন সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে একদিকে যেমন প্রকল্পগুলোর স্থানীয় গুরুত্ব হারিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জলবায়ু প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ফলে কাঙ্খিত প্রশমন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে।

- বিসিসিটিএফ অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় মালিকানা নিশ্চিত একটি আবশ্যকীয় বিষয় হওয়ার পরও জবাবদিহিতার অভাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা অনুসরণ করা হচ্ছে না। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকল্পে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতের প্রবিধান থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো উপেক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতি নিয়মিত লঙ্ঘন করলেও অভিযুক্ত সংস্থাসমূহকে জবাবদিহির আওতায় আনা হচ্ছে না। ফলে প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশমন প্রকল্প প্রণয়ন, অর্থায়ন, কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও কোনো কার্যকর সমন্বয় ব্যবস্থা না থাকায় অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ/অপচয় হচ্ছে যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

৬.২ *সুপারিশমালা*

বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়ন ও প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণে গবেষণার ফলাফল ও সার্বিক পর্যবেক্ষণের আলোকে নিচের সুপারিশগুলো দেয়া হলো -

ক্র/নং	সুপারিশ	সুপারিশ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও নীতি/কৌশল/অঙ্গীকার বাস্তবায়ন		
১	অবিলম্বে প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত অনুদানভিত্তিক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিতকরণে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ওপর বাংলাদেশের নেতৃত্বে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ঐক্যবদ্ধ কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এবং সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
২	জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সবুজ জলবায়ু তহবিলসহ আন্তর্জাতিক তহবিলসমূহে অভিগম্যতা অর্জনে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পথনকশা প্রণয়ন করতে হবে	

৩	কয়লা ও এলএনজির মতো জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক শক্তিতে বিনিয়োগ বন্ধ করে নবায়নযোগ্য খাতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে	
৪	নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের অযৌক্তিক ব্যয় কমিয়ে সুলভে উৎপাদনে সরকারি প্রকল্পের ন্যায় বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকারীদেরও একই ধরনের প্রণোদনা (কর অব্যাহতি এবং ক্যাপাসিটি চার্জ মুক্ত) প্রদান করতে হবে	
৫	বনায়ন ও বন্যপ্রাণী আবাস সংরক্ষণসহ বন ব্যবস্থাপনায় অগ্রাধিকারমূলক প্রশমন অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে	
প্রশমন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নে সুশাসন		
৬	প্রশমন কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সুশাসন নিশ্চিতে ফলপ্রসু পদক্ষেপ গ্রহণের বিবেচনা সাপেক্ষে প্রকল্প অনুমোদন দিতে হবে	প্রকল্প অর্থায়নকারী ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৭	তথ্যবোর্ডে আবশ্যকীয় উল্লেখিত বিষয় সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন সাপেক্ষে সকল প্রকল্প এলাকায় তথ্যবোর্ড স্থাপনসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে	
৮	প্রকল্প তদারকি, নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে এবং প্রকল্পের সকল পর্যায়ে জনঅংশগ্রহণসহ তৃতীয় পক্ষের স্বাধীন তদারকি নিশ্চিত করতে হবে	
৯	অভিযোগ গ্রহণের জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন, মোবাইল নম্বর প্রদানসহ প্রকল্প এলাকায় গণশুনানির মাধ্যমে অভিযোগ নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	
১০	জলবায়ু ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০১২ লঙ্ঘনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধানসহ নীতিমালা সংশোধন করতে হবে	

অধ্যায়-৭: তথ্যপঞ্জি

Colombo, A. F. & Byer, P. H. (2012). *Adaptation, flexibility and project decision-making with climate change uncertainties, impact assessment and project appraisal.* [online] 30:4, pp.229-241. Available at: https://bit.ly/2J8M1YT

DIDA (2012.). Counterpoints. [online] Available at: https://bit.ly/37TzZNm

Ecofys (2016). World GHG Emissions Flow Chart. [online] Ecofys.com. Available at: https://bit.ly/31Ubjkc

Hufty, M. (2009). http://www.urbanpro.co/wp-content/uploads/2016/12/The-Governance-Analytical-Framework.pdf. [online] Urbanpro.co. Available at: https://bit.ly/3ekB9Tz

IPCC (2014). *Annex II: Glossary* [Mach, K.J., S. Planton and C. von Stechow (eds.)]. In: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 117-130.

IPCC (2014). *Summary for Policymakers*. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, K. Seyboth, A. Adler, I. Baum, S. Brunner, P. Eickemeier, B. Kriemann, J. Savolainen, S. Schlömer, C. von Stechow, T. Zwickel and J.C. Minx (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. pp.4.

IPCC (n.d.). IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. [online] Ipcc.ch. Available at: https://bit.ly/31Wbc7I

Kaufmann, D., Kraay, A. and Mastruzzi, M. (2009). *Aggregate and Individual Governance Indicators*. Governance Matters VIII. [online] The World Bank, p.75. Available at: https://bit.ly/3jzOUyw

McGregor, H. (2016). *The Industrial Revolution kick-started global warming much earlier than we realised*. [online] The Conversation. Available at: https://bit.ly/3kHrAQC

MESMA (2013). Introduction to the MESMA Governance Analysis Framework. [online] Mesma.org. Available at: https://bit.ly/2HMjp7j

Mimicopoulos, M. G. (2006). Department of Economic and Social Affairs, United Nations; Presentation to the United Nations World Tourism Organization on Knowledge Management; International Seminar on Global issues in Local Government: Tourism Policy Approaches, Madrid, p.7.

Mimicopoulos, M. G., Kyj, L., Sormani, N., Bertucci, G., & Qian, H. (2007). *Public Governance Indicators: A Literature Review*. New York, NY: United Nations Department of Economic and Social Affairs, p.7.

MoEFCC (2009). *Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP)*. Dhaka: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of the People's Republic Bangladesh, p.xviii.

MoEFCC (2015). *Intended Nationally Determined Contribution (INDC)*. Dhaka: Ministry of Environment, Forest and Climate Change of the government of People's Republic of Bangladesh, pp.2-3, 14.

ODI (2019). *Climate Funds Update.* [Online]. Available at: https://bit.ly/3oOMDn4

Schindler, D. (1999). The Mysterious Missing Sink. [online] History.aip.org. Available at: https://bit.ly/3jHR8Ml

TI (2018). *Climate Adaptation Finance Governance Standards - A New Approach Piloted in The Maldives and Bangladesh*. [online] Berlin: Transparency International, p.7. Available at: https://bit.ly/3e9K6yI

TIB (2013). *Climate Finance in Bangladesh: Governance Challenges and Way Out*. [online] Dhaka: Transparency International Bangladesh (TIB), pp.13-23. Available at: https://bit.ly/3oD2PHV

TIB (2017). *Climate Finance and Governance in Project Implementation: The Case of Bangladesh Water Development Board*. [online] Dhaka: Transparency International Bangladesh (TIB), pp.10-22. Available at: https://bit.ly/2HDBzZj

TIB (2017). *Climate Finance and Local Government Institutions: Governance in Project Implementation*. [online] Dhaka: Transparency International Bangladesh (TIB), pp.25-36. Available at: https://bit.ly/3eaSkXf

UNDP (2012). *Readiness for Climate Finance: A framework for understanding what it means to be ready to use climate finance*. [online] United Nations Development Programme, pp.4-5. Available at: https://bit.ly/3mxDBc2

UNFCCC (2001). Definition and reporting system of Climate Finance. [online] Available at: https://bit.ly/3oFUItV

UNFCCC (2007). Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session. In: *Conference of Parties (COP)*. [online] Bali: UNFCCC, p.3. Available at: https://bit.ly/3jH2W1t

UNFCCC (2009). Report of the Conference of the Parties on its fifteenth session. In: *Conference of Parties*. [online] Copenhagen: UNFCCC, pp.5,7. Available at: https://bit.ly/37TB1Je

UNFCCC (2010). Cancun Agreements. [online] United Nations Climate Change. Available at: https://bit.ly/3eawLGE

UNFCCC (2010). *Intro to Cancun Agreements*. [online] United Nations Climate Change. Available at: https://bit.ly/3jzPwEk

UNFCCC (2012). *L'amendement de Doha*. [online] United Nations Climate Change. Available at: https://bit.ly/37R02Vp

UNFCCC (2015). *The Paris Agreement*. [online] United Nations Climate Change. Available at: https://bit.ly/2GeLPX8

UNFCCC (2018). Report of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol on its fourteenth session. In: *Conference of Parties*. [online] Katowice: UNFCCC. Available at: https://bit.ly/34CMBq4

UNFCCC (n.d.). *Introduction to Climate Finance | UNFCCC*. [online] Unfccc.int. Available at: https://bit.ly/2HG5srn

UNFCCC. (2008). [ebook] New York: UNFCCC, p.12. Available at: https://bit.ly/35OFTN0

United Nations (2015). *Goal 13: Sustainable Development Knowledge Platform*. [online] Sustainabledevelopment.un.org. Available at: https://bit.ly/3e8xh7I

Venugopal, S. (2013). Why Is Climate Finance So Hard to Define?. [Blog] World Resources Institute. Available at: https://bit.ly/2TARSbt

World Bank (2015). Joint Report on Multilateral Development Banks' Climate Finance. [online] World Bank, p.8. Available at: https://bit.ly/3oH96lG

Yeo, S. (2016). *COP22: Key outcomes agreed at the UN climate talks in Marrakech | Carbon Brief*. [online] Carbon Brief. Available at: https://bit.ly/2HNfLK8

সংযুক্তি ১: আন্তর্জাতিক উৎস থেকে বাংলাদেশে প্রশমন অর্থায়ন

ক্র/নং	তহবিল	প্রকল্পের ধরন	অনুমোদিত বরাদ্দ	যোগানকারি সংস্থা	ব্যবস্থাপনা সংস্থা	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	তদারকি সংস্থা	তহবিলের উৎস
১	ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	মিশ্র	২৫.২	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান/দাতা সংস্থা	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান/দাতা সংস্থা	বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান/দাতা সংস্থা	আন্তর্জাতিক
২	ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	প্রশমন	৭৪.৭			সরকারি প্রতিষ্ঠান		
৩	ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	প্রশমন	২৪৫.২৫			সরকারি প্রতিষ্ঠান		
৪	স্পেসিফিক ইনভেস্টমেন্ট লোন	মিশ্র	৪০০			সরকারি প্রতিষ্ঠান		
৫	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড	প্রশমন	৩৩.৮			সরকারি প্রতিষ্ঠান		
৬	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড	প্রশমন	১০			সরকারি প্রতিষ্ঠান		
৭	ডগ্রন ক্লাইমেট ফান্ড	মিশ্র	৯৪.৫১		সরকারি প্রতিষ্ঠান	আন্তর্জাতিক সংস্থা		
৮	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	প্রশমন	২৫৫.০৩		আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান/দাতা সংস্থা	সরকারি প্রতিষ্ঠান		
৯	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	প্রশমন	১১.৪৭			আন্তর্জাতিক সংস্থা		
১০	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	মিশ্র	৫২.৭			সরকারি প্রতিষ্ঠান	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
১১	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	প্রশমন	৫৩.৮৩			সরকারি প্রতিষ্ঠান	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
১২	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	মিশ্র	১০.৫			সরকারি প্রতিষ্ঠান	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
১৩	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	প্রশমন	৩৫.৯৩			সরকারি প্রতিষ্ঠান	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
১৪	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	প্রশমন	১৪.৫৬			আন্তর্জাতিক সংস্থা	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
১৫	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	প্রশমন	৬.৫৮			আন্তর্জাতিক সংস্থা	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
১৬	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	প্রশমন	৯.৩২			আন্তর্জাতিক সংস্থা	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
১৭	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	প্রশমন	৩৪.০১			সরকারি প্রতিষ্ঠান	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
১৮	গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি	প্রশমন	১৩			আন্তর্জাতিক সংস্থা	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
১৯	ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	মিশ্র	২৫			সরকারি প্রতিষ্ঠান	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
২০	ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড	মিশ্র	২৫			সরকারি প্রতিষ্ঠান	সরকারি প্রতিষ্ঠান	
সর্বমোট=			**১৪৩০.৩৯**	**মিলিয়ন মার্কিন ডলার**				

সংযুক্তি ২: বাংলাদেশে জলবায়ু প্রশমন অর্থায়ন ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অংশীজন

প্রশমন অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট অংশীজন		প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অংশীজন		প্রশমন প্রকল্প তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজন		প্রশমন প্রকল্প মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট অংশীজন	
জাতীয়	আন্তর্জাতিক	জাতীয়	আন্তর্জাতিক	জাতীয়	আন্তর্জাতিক	জাতীয়	আন্তর্জাতিক
১. অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ **২. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট**	১. বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) ২. ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ) ৩. ইউরো-আমেরিকান ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড ৪. জিইই ট্রাস্ট ফান্ড ৫. লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রিজ ফান্ড (এলডিসিএফ) ৬. সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) ৭. ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) ৮. আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক ৯. বিশ্বব্যাংক	১. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ৩. বন অধিদপ্তর ৪. পরিবেশ অধিদপ্তর ৫. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ৬. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) ৭. বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ৮. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ৯. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১০. বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১১. জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট ১২. স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৩. জ্বালানি গবেষণা ও উন্নয়ন ইনস্টিটিউট ১৪. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) ১৫. শক্তি গবেষণা কেন্দ্র ১৬. ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ ১৭. পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ১৮. বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১৯. পল্লী দারিদ্র বিমোচোন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	১. জিআইজেড ২. জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি	১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ৩. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ৫. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৬. বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৭. বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) ৮. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১০. যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ১১. কৃষি মন্ত্রণালয়	১. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ২. জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ৩. বিশ্বব্যাংক ৪. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি	১. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ২. বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১. এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ২. জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ৩. এফআইএ ফাউন্ডেশন ৪. আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক ৫. ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) ৬. বিশ্বব্যাংক ৭. জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ৮. ইউনাইটেড নেশান্স অফিস ফর প্রজেক্ট সার্ভিসেস (ইউএনঅপস)